দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# ব্যয়বহুল ক্যাডেট কলেজ শিক্ষা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল এবং ক্যাডেট কলেজগুলোর গভর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী বীরবিক্রম সাম্প্রতিক এক সেমিনারে জানালেন যে, দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোতে প্রতিবছর প্রতি ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রায় ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মাত্র অভিভাবকদের কাছ থেকে ফি বাবদ আদায় করা হয়। এই ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কিনা, খরচ অনুযায়ী ফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং এই ব্যবস্থার সত্যিকারের প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে বিভিন্ন বক্তা এই সেমিনারে তাদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত এই কলেজগুলো জাতীয় উন্নয়নে সত্যিকারের কোন অবদান রাখছে কিনা তার খোলামেলা আলোচনাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশের ক্যাডেট কলেজগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু এদের ব্যয় নির্বাহের সবটাই আসে শিক্ষা খাত থেকে। ৩৫ বছর আগে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য গুণগত দিক থেকে উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভাল ছাত্র বা ছাত্রী না হলে এসব কলেজে প্রবেশাধিকার পাওয়া কঠিন এবং কলেজগুলোতে সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ পর্যাপ্তভাবে থাকার ফলে জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোয় ক্যাডেট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফল করে থাকে। তবে আমাদের দেশে এই শিক্ষাদান ব্যবস্থা যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্যাডেট কলেজ শিক্ষা তুলনামূলকভাবে কতটা ব্যয়বহুল তার সর্বশেষ তথ্য আমাদের হাতের কাছে নেই। তবে দু'বছর আগের তথ্য থেকে বিষয়টি আন্দাজ করা যেতে পারে। তখন সরকারের 'আবর্তক' ব্যয়ের নিরিখে মাথাপিছু বার্ষিক ছাত্রব্যয় ঃ সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৪৪০ টাকা, মাধ্যমিক স্কুলে ১ হাজার ৬৩৫ টাকা, মাদ্রাসায় ৪ হাজার ১৩৫ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ হাজার টাকা এবং ক্যাডেট কলেজে ২৩ হাজার ৫১০ টাকা। অর্থাৎ ছাত্রপিছু সরকার ক্যাডেট কলেজগুলোতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করছেন। বর্তমানে এই ধারা বদলেছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

আমরা নীতিগতভাবে পছন্দ করি আর না করি, দেশে প্রতিটি স্তরেই বিভিন্ন মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে। কোন শিক্ষা দান ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল বলে বিবেচিত হবে, অন্যেরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের মান উন্নয়নের চেষ্টা করবে। অর্থাৎ সুস্থ প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান উন্নত হবে। প্রতিযোগিতাটা মূলতঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হওয়ার কথা হলেও এই প্রতিযোগিতায় সরকারের কোন ভূমিকা থাকবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

সত্যিকারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তাদের মেধার বিকাশের জন্য যেন সবচেয়ে ভাল পরিবেশ পায়, জাতিগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা যেন সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে তার জন্য দেশের সামর্থ্য অনুযায়ী ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। ক্যাডেট কলেজগুলো প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সেগুলোকে এই ধরনের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনে করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীকালের কর্মজীবনের গতিবিধির ওপর শুধু নজর রেখে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূল্যায়ন করার কাজটা সহজ নয়। তবুও ক্যাডেট কলেজগুলো প্রতিষ্ঠার এত বছর পর এ ধরনের একটা উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ক্যাডেট কলেজ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও প্রতিরক্ষা সচিব এম, এ মালিক বলেছেন, জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি। এই ব্যবস্থায় ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিদান পাওয়া যাচ্ছে কিনা তার হিসেব করার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মেজর জেনারেল চৌধুরীও সেমিনারে বিষয়টির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। আমরা এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিজেদের মূল দায়িত্ব বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ক্যাডেট কলেজের বেসামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছেন। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ব্যাপারে ক্যাডেট কলেজগুলো থেকে কতটা লাভবান হয়েছে, তারও একটা হিসেব নিকেশ দরকার। কাজটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য কঠিন হওয়ার কথা নয়।

দেশী-বিদেশী সকলেই বলছেন, বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতে পারে, তবে তা যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট উন্নতি না হলে আমাদের শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাডেট কলেজগুলোর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও দক্ষতার ব্যাপক পর্যালোচনা হওয়া দরকার। এ সব সেমিনার ও পর্যালোচনা থেকে এই ব্যয়বহুল শিক্ষাদান ব্যবস্থাটির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যদি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পাওয়া যায় এবং দরিদ্র জনসাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়, তবে সবাই উপকৃত হবে।